তারিখ ... 19 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

যুগান্তর

কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর

শতাধিক ব্যক্তিকে অবৈধভাবে এমপিও দেয়ার অভিযোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

এমপিও কেলেঙ্কারি ধরা পড়েছে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরে (ডিটিই)। সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদন ছাড়াই শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারীকে বেতন-ভাতা দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। ঘটনার পর এমপিও শাখার আইসিটি কক্ষ সিলগালা করেছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া পরিচালক (ভোকেশনাল) ড. নুরুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ডিটিই মহাপরিচালক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অশোক [redacted] এমন অভিযোগ পেয়েছি। কিন্তু কতজনকে এ প্রক্রিয়ায় এমপিও দেয়া হয়েছে, সে তথ্য এখনও জানি না। সঠিক তথ্য পেতে তদন্ত কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় এবং ফৌজদারি উভয় ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সূত্র জানায়, প্রতিষ্ঠানটিতে এমপিওভুক্তিসহ বিভিন্ন ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

শতাধিক ব্যক্তিকে অবৈধভাবে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি চলছে। একটি সংঘবদ্ধ চক্র দিনের পর দিন এ অপকর্ম করে যাচ্ছে। নাম প্রকাশ না করে এক শিক্ষক নেতা জানান, প্রতিষ্ঠানটির এমপিও শাখায় কর্মরত 'আ' আদ্যক্ষরের এক কর্মকর্তা এমপিও জালিয়াতি করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তিনি ডিটিইর কম্পিউটার সেলের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি চক্র গড়ে তুলেছেন। এ চক্রকে মদদ দিয়ে আসছেন বর্তমান ও সাবেক একাধিক পরিচালকও। এমপিও কমিটির এক সদস্য জানান, প্রতিষ্ঠানটিতে এমপিও অনুমোদনের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম-নীতি ছিল না। কমিটির বৈঠকে শুধু নতুন এমপিওভুক্তির সংখ্যা বলে পাস করে নেয়া হতো। এক বৈঠকে এমপিও প্রার্থীদের তথ্য তলব করলে প্রথমে অনিয়ম ধরা পড়ে। তারপর থেকে কমিটির মাধ্যমে অযোগ্য ব্যক্তির এমপিওভুক্তি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর চক্রটি অনুমোদন না পেলেও সরাসরি এমপিও বা বেতন-ভাতা দেয়ার পথে নেমেছে। তদন্ত কমিটির প্রধান ড. নুরুল ইসলাম মঙ্গলবার যুগান্তরকে বলেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এমপিওভুক্তির তথ্য যাচাই করছি। ১৮ হাজারের বেশি শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও পান। তাদের প্রত্যেকের বিষয়ে নিরীক্ষা হবে। এখন পর্যন্ত আমরা ৩টি কেস ধরতে পেরেছি। এর মধ্যে দু'জনকে বেতন দেয়া হয়েছে। আরেকজনের বেতনও পাঠানো হয়। তবে প্রধান শিক্ষক তা আটকে দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যমতে, তিনজনই বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের। মোট কতজন এভাবে এমপিও পেয়েছেন, তদন্তের পর প্রকৃত সংখ্যা বলা যাবে বলে জানান তিনি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং................................
তারিখ................................

বিনংখ্যান বিভাগ	
ই.এম.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর